দানিয়েল গ্রন্থ - নম্বর একশ নয়

ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিবিধ প্রয়োগের উন্মোচন: প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্য এবং আধুনিক সংস্কার আন্দোলন

Jeff Pippenger

2024-03-01

প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের প্রথমার্ধে পঞ্চম তূর্যকে, যা প্রথম 'হায়', চিহ্নিত করা হয়েছে; এবং অধ্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধে ষষ্ঠ তূর্যকে, যা দ্বিতীয় 'হায়', চিহ্নিত করা হয়েছে। উভয় তূর্যই ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের পাইওনিয়ার চার্টে চিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে শেষকালের সময়ে ড্যানিয়েল বইয়ের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ উন্মোচিত হলে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৮৯ সালে স্বীকৃত সত্যগুলোর মধ্যে ছিল বাইবেলের ইতিহাসের মহান সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহ, এবং এই যে, সেগুলো সবাই পরস্পরের সমান্তরালে চলছিল। সমস্ত নবী, এবং অতএব প্রতিটি পবিত্র ইতিহাস—পবিত্র সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহসহ—এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের চূড়ান্ত মহান সংস্কারমূলক আন্দোলনকে চিত্রিত করে, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের শক্তিশালী আন্দোলনও বটে। সিলমোহর দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলে, তখনই অন্তিম বৃষ্টির ছিটানোও শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহের উন্মোচন, এবং এরপর ১৯৯২ সালে দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয় পদের উন্মোচন, প্রতিরোধের এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যেমনটি সর্বদা ঘটে যখন কোনো নতুন ও বর্তমান সত্য উন্মোচিত হয়।

দানিয়েল অধ্যায় এগারোর শেষে ছয়টি পদের সত্যের বিরুদ্ধে যখন প্রতিরোধ দেখা দিল, তখন প্রভু এই সত্য উন্মোচিত করলেন যে, দুই সাক্ষীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পৌত্তলিক রোমের ভাববাণীমূলক ইতিহাস ও পোপতান্ত্রিক রোমের ভাববাণীমূলক ইতিহাসের সমন্বয় আধুনিক রোমের ভাববাণীমূলক ইতিহাসকে চিহ্নিত করে। ভাববাণীর ত্রিবিধ প্রয়োগের নীতি স্বীকৃত হলো, এবং পরবর্তীতে ভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা এবং সত্যকে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠার জন্য তা প্রয়োগ করা হলো। যে নীতিগুলি সমর্থন করে যে প্রতিটি সংস্কাররেখা অন্যান্য সংস্কাররেখার সমান্তরাল, এবং ভাববাণীর ত্রিবিধ প্রয়োগ-সংক্রান্ত নীতিগুলি, তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠছিল, যেমনটি মিলারীয় ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত, প্রয়োগিত ও প্রকাশিত নীতিমালার দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল।

নিয়মরূপে ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিগুণ প্রয়োগটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের জন্য উন্মোচিত করা হয়েছিল, কারণ তারাই পরবর্তী বৃষ্টির আন্দোলন, এবং তৃতীয় দুর্দশার ইসলামই পরবর্তী বৃষ্টির বার্তা। ভবিষ্যদ্ববাণীর ত্রিগুণ প্রয়োগের নীতিটি যিহূদা গোত্রের সিংহ কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছিল, ইতিহাসে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ তৃতীয় দুর্দশার ইসলামের আগমনের অনেক আগেই, কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে, যখন তিনি তাঁর লোকদের যিরমিয়ার প্রাচীন পথে ফিরিয়ে আনবেন, তখন তাঁর অন্তিমকালের লোকেরা তৃতীয় দুর্দশার আগমন যে বার্তাটি প্রতিনিধিত্ব করে, তা সহজেই চিনতে পারে।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বর্ণিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূরী সম্পর্কে অগ্রদূতদের বোঝাপড়া—প্রকাশিত বাক্যের এমন এক অংশ হিসেবে বিবেচিত ছিল, যা ইতিহাস দ্বারা সবচেয়ে দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে সমর্থিত। ঐ কথাটিই প্রমাণ করতে ইতিহাসবিদ কিথের কথা উদ্ধৃত করে উরিয়া স্মিথ প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের তার ব্যাখ্যা শুরু করেন।

> এই তূর্যের ব্যাখ্যার জন্য, আমরা আবারও মি. কিথের রচনাসমূহ থেকে আহরণ করব। এই লেখক সত্যনিষ্ঠভাবে বলেন: 'আপোক্যালিপ্স গ্রন্থের অন্য কোনো অংশ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে ততটা সর্বসম্মত ঐক্য প্রায় নেই, যতটা পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্য—অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় হায়—সারাসেন ও তুর্কদের প্রতি প্রয়োগ সম্পর্কে রয়েছে। এটি এমনই সুস্পষ্ট যে প্রায় ভুল বোঝারই উপায় থাকে না। প্রত্যেকটির জন্য এক-দুটি পদ নির্দিষ্ট করার বদলে, প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের সমগ্রটাই, সমান অংশে বিভক্ত হয়ে, উভয়েরই বর্ণনায় নিবিষ্ট।' উরিয়া স্মিথ, দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য, ৪৯৫।

প্রথম ও দ্বিতীয় দুর্ভোগের অধ্যায়-বিভাগটি প্রথম দুর্ভোগের ইতিহাসকে ভাগ করে, যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মুহাম্মদ। এটি ভৌগোলিকভাবে অবস্থান করছে সেখানে, যাকে ইতিহাসবিদ অ্যালেকজান্ডার কিথ সারাসেনেরা বলেছেন, যা আমরা আজ আরব বলি। দ্বিতীয় দুর্ভোগের ইতিহাস, যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন উসমান প্রথম, ভৌগোলিকভাবে তুরস্কে অবস্থিত, যাকে ঐ ইতিহাসবিদ তুর্করা হিসেবে শনাক্ত করেছেন। প্রথম দুর্ভোগের ইতিহাস আরবেই অবস্থিত ছিল এবং সেখানেই পূর্ণতা পেয়েছিল, যা ইসলাম ও মুহাম্মদের জন্মস্থান। দ্বিতীয় দুর্ভোগের ইতিহাস তুরস্কেই অবস্থিত ছিল এবং সেখানেই পূর্ণতা পেয়েছিল, যা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্মস্থান।

প্রথম বিপদের ইতিহাস এমন এক যুদ্ধকে চিহ্নিত করে, যা রোমের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল স্বাধীন যোদ্ধাদের দ্বারা, যাদের পারস্পরিক একমাত্র বন্ধন ছিল ইসলামের ধর্ম। দ্বিতীয় বিপদের ইতিহাস এমন এক যুদ্ধকে চিহ্নিত করে, যা রোমের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল একটি সংগঠিত ধর্মীয় ও রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা, যাকে খিলাফত বলা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই—মুহাম্মদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ইতিহাসে রোমের বিরুদ্ধে স্বাধীন যুদ্ধ হোক, অথবা ওসমান, বা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সংগঠিত যুদ্ধ হোক—যুদ্ধের ধরন ছিল হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণ। এটি এমন ধরনের যুদ্ধ ছিল না যেখানে সব সৈন্যকে একই রঙের পোশাকে পরিয়ে, তাদের সারিবদ্ধ করে, সেই সময়ের সামরিক প্রথা অনুযায়ী গুলির মুখে সামনে এগিয়ে দেওয়া হতো। "assassin" শব্দটি হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত হানার যে ইসলামী যুদ্ধপদ্ধতি, তার ভিত্তিতেই এসেছে, এবং এতে প্রায়শই আক্রমণকারী নিজেও মৃত্যুবরণ করত।

"assassin" শব্দটি আরবি "hashshashin" থেকে এসেছে; এটি "hashish" শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "হাশিশ" বা "ক্যানাবিস"। শব্দটি প্রথমে মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানকারী গোপনপরায়ণ ও উগ্রপন্থী নিজারী ইসমাইলি মুসলিমদের একটি গোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা অপ্রচলিত এবং প্রায়ই সহিংস পদ্ধতির জন্য পরিচিত ছিলেন; লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও তারা ব্যবহার করতেন। বলা হয়, তারা কখনও কখনও মিশনের প্রস্তুতিতে হাশিশ সেবন করতেন; এর ফলেই পাশ্চাত্য বিশ্বে "hashshashin" বা "assassins" শব্দের প্রচলন ঘটে। "Assassins" গোষ্ঠী মধ্যযুগে, মূলত পারস্য ও সিরিয়ায়, সক্রিয় ছিল এবং সে সময়ের নানা রাজনৈতিক সংঘাত ও হত্যাকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীতে "assassin" শব্দটি ইউরোপীয় ভাষায় প্রবেশ করে

এবং সেখানে রাজনৈতিক বা লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে এমন ব্যক্তিদের বোঝাতে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

যুদ্ধের এই ধরণটি তিনটি বিপদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য, কারণ ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকা হলো যুদ্ধ সৃষ্টি করা। প্রতীক হিসেবে ইসলাম মূলত যুদ্ধকেই নির্দেশ করে, এবং প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বিপদের প্রসঙ্গে ইসলাম তাদের যুদ্ধের একটি চিত্রায়ন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে তাদের সেই যুদ্ধকে চিহ্নিত করা হয়েছে এমন এক কর্মকাণ্ড হিসেবে, যা পরীক্ষাকাল বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে জাতিসমূহকে ক্রুদ্ধ করে তোলে।

> আর জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হয়েছিল, আর তোমার ক্রোধ এসে গেছে, আর মৃতদের বিচার করার সময় এসে গেছে—যাতে তারা বিচারপ্রাপ্ত হয়—এবং যাতে তুমি তোমার দাস নবীদের, পবিত্রদের, এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে—ছোট-বড় সকলকে—পুরস্কার দাও; এবং যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে তাদের তুমি ধ্বংস কর। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮।

"জাতিসমূহ"কে "ক্রোধান্বিত" করা হয়, ঈশ্বরের ক্রোধ আসার ঠিক আগে; এবং ঈশ্বরের ক্রোধ, যা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে, তা হলো সাতটি শেষ মহামারি, যা মানবের দয়াকাল সমাপ্ত হলে আসে। পদটিতে তিনটি মাইলফলক রয়েছে: জাতিসমূহকে ক্রোধান্বিত করা, ঈশ্বরের ক্রোধ, এবং মৃতদের বিচার করার সময়। এখানে যে মৃতদের বিচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো সহস্রাব্দকাল (হাজার বছর) চলাকালে সংঘটিত দুষ্ট মৃতদের বিচার; এটি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ শুরু হওয়া মৃতদের অনুসন্ধানমূলক বিচার নয়। সিস্টার হোয়াইট স্পষ্ট করেছেন যে এই পদে বর্ণিত তিনটি মাইলফলক পৃথক, এবং পদে যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ক্রমেই সেগুলো ঘটে।

> আমি দেখলাম যে জাতিসমূহের ক্রোধ, ঈশ্বরের ক্রোধ, এবং মৃতদের বিচার করার সময়—এগুলো পৃথক ও স্বতন্ত্র; একটির পর একটি ঘটবে। আরও দেখলাম যে মিখায়েল এখনও উঠে দাঁড়াননি, এবং এমন বিপদের সময়—যেমন আগে কখনও ছিল না—এখনও শুরু হয়নি। এখন জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মহাযাজক পবিত্রস্থানে তাঁর কাজ শেষ করলে তিনি উঠে দাঁড়াবেন, প্রতিশোধের বস্ত্র পরিধান করবেন, এবং তারপর শেষ সাতটি বালা ঢেলে দেওয়া হবে।

> আমি দেখলাম যে চারজন স্বর্গদূত যীশুর পবিত্রস্থানে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চার দিকের বাতাস ধরে রাখবে, এবং তারপর আসবে শেষ সাতটি মহামারী। আর্লি রাইটিংস, ৩৬।

বাইবেলের শেষ বইয়ে ইসলামের ভূমিকা হলো জাতিসমূহকে ক্ষুব্ধ করা, এবং তা যুদ্ধের মাধ্যমে করা হয়। বাইবেলের প্রথম বইয়ে ইসলামের ভূমিকা হলো ইসমাইল হিসেবে উপস্থাপিত ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের হাতকে এক করা।

> আর সদাপ্রভুর দূত তাকে বললেন, দেখো, তুমি গর্ভবতী হয়েছ, এবং একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; আর তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে; কারণ সদাপ্রভু তোমার দুঃখকষ্ট শুনেছেন। আর সে হবে এক বন্য স্বভাবের মানুষ; তার হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে থাকবে, এবং প্রত্যেক মানুষের হাত তার বিরুদ্ধে থাকবে; আর সে তার সকল ভ্রাতাদের সম্মুখে বাস করবে। আদিপুস্তক ১৬:১১, ১২।

"হাত" শব্দটি, প্রতীক হিসেবে, বাইবেলের অন্যান্য সব প্রতীকের মতোই, যে প্রসঙ্গে এটি ব্যবহৃত হয় তার ওপর নির্ভর করে একাধিক অর্থ বহন করতে পারে। তবে বাইবেলের

ভবিষ্যদ্বাণীতে "হাত" প্রতীকটি প্রধানত যুদ্ধের প্রতীক। "বন্য মানুষ" হিসেবে অনূদিত হিব্রু শব্দটি আসলে বন্য আরবীয় গাধাকে বোঝায়; এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্য আছে, যার একটি হলো—আরবীয় গাধা যেমন ঘোড়ার মতোই ইকুইডি পরিবারভুক্ত প্রাণী। প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ে এবং হাবাক্কুকের উভয় পবিত্র চার্টে (১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের অগ্রদূত চার্ট), তিনটি "হায়"-এ ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে ঘোড়া ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থ ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে ইসলামের প্রতিনিধিত্বের প্রথম ও শেষ উল্লেখে উভয়ই ইসলামকে ইকুইডি পরিবারের (গাধা বা ঘোড়া) প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত করে, এবং উভয়ই জোর দিয়ে বলে যে ইসলামের ভূমিকা হলো "প্রত্যেক মানুষ"-এর (জাতিসমূহের) কাছে যুদ্ধ নিয়ে আসা।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের নবম অধ্যায়, একাদশ পদে ইসলামের চরিত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে চরিত্র একটি নামের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। ইসলামকে শাসনকারী রাজার যে নাম দেওয়া হয়েছে, তা উৎপত্তি গ্রন্থে ইসলামের প্রথম উল্লেখকে প্রতিফলিত করে, যেখানে লেখা আছে যে ইশ্মায়েলের চরিত্র বা আত্মা "তার সকল ভাইয়ের সম্মুখে বসবাস করবে।" যে রাজা সমগ্র ইসলামকে শাসন করেন, তিনি ইশ্মায়েলের আত্মা (তাদের রাজা), যার হাত "প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে"।

> আর তাদের উপর একজন রাজা ছিল, যিনি ছিলেন অতল গহ্বরের স্বর্গদূত; যাঁর নাম হিব্রু ভাষায় আবাদ্দন, কিন্তু গ্রিক ভাষায় তাঁর নাম আপোল্লিয়োন। প্রকাশিত বাক্য ৯:১১।

হিব্রু ভাষায় রচিত পুরাতন নিয়মে এবং গ্রিক ভাষায় রচিত নতুন নিয়মে ইসলামের ধর্মাবলম্বীদের ওপর রাজত্বকারী সত্তাকে আবাডন বা আপোলিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; উভয় নামেরই অর্থ "মৃত্যু ও ধ্বংস।" পুরাতন কিংবা নতুন নিয়ম—যেটাতেই হোক—ইসলামের চরিত্র মৃত্যু ও ধ্বংস। ইসলামের প্রতিটি অনুসারীর মধ্যে যে আত্মা রাজত্ব করে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ, এবং গাধা বা ঘোড়ার প্রতীকের সঙ্গে তার সম্পর্ক—এ দুটোই ইসলামের প্রারম্ভিক ও অন্তিম উল্লেখের উপাদান। এই দুই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য আলফা ও ওমেগার চিহ্ন বহন করে। যখন সিস্টার হোয়াইট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে জীবিত করে তোলা বার্তাকে তৃতীয় স্বর্গদূতের মহাশক্তিশালী বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করেন, তিনি বলেন:

> "স্বর্গদূতেরা চার বায়ুকে ধরে রেখেছেন, যা এমন এক ক্রুদ্ধ অশ্বরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, যে বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে জুড়ে ধাবিত হতে চায়, এবং যার গতিপথে ধ্বংস ও মৃত্যু বহন করে।"
>
> "আমরা কি অনন্ত জগতের একেবারে প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়েও নিদ্রিত থাকব? আমরা কি জড়, শীতল, ও মৃতপ্রায় হয়ে থাকব? আহা, যদি আমাদের মণ্ডলীগুলিতে ঈশ্বরের আত্মা ও প্রাণশ্বাস তাঁর লোকদের মধ্যে সঞ্চারিত হতো, যাতে তারা আপন পায়ে দাঁড়িয়ে জীবিত হতে পারত। আমাদের দেখতে হবে যে পথ সংকীর্ণ, এবং দ্বার সঙ্কীর্ণ। কিন্তু আমরা যখন সেই সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি, তখন তার প্রশস্ততা সীমাহীন।" Manuscript Releases, volume 20, 217.

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের সময় চারটি বায়ু ধরে রাখা হয়, এবং সেই চারটি বায়ু একটি "রাগান্বিত ঘোড়া" যা "তার পথে মৃত্যু ও ধ্বংস" বয়ে আনে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, তৃতীয় "হায়" "মৃত্যু ও ধ্বংস" নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে উপস্থিত হলো, ফলে "জাতিসমূহকে ক্রুদ্ধ করল", যখন তা "হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে" আধ্যাত্মিক

গৌরবময় ভূমিতে আঘাত হানল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর, তৃতীয় "হায়" তার "মৃত্যু ও ধ্বংস"-এর পথে চলা অব্যাহত রাখল এবং এভাবে "জাতিসমূহকে আরও ক্রুদ্ধ করল", যখন তা "হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে" আক্ষরিক গৌরবময় ভূমিতে আক্রমণ চালাল। প্রথম অপ্রত্যাশিত আক্রমণটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের সময়কালের সূচনা চিহ্নিত করেছিল, এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের সাম্প্রতিক আক্রমণটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সেই সিলমোহরকরণের সমাপনী সময়কাল বা "binding off" এর সূচনা চিহ্নিত করে। আমরা কি অনন্ত জগতের একেবারে প্রান্তে এসে ঘুমিয়ে থাকব?

পবিত্র অগ্রদূতদের উভয় চার্টে প্রথম ও দ্বিতীয় 'হায়'-এর সময়কার ইসলামকে যুদ্ধঘোড়ায় আরোহী ইসলামী যোদ্ধাদের মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হয়েছে। উভয় চিত্রেই প্রথম 'হায়'-এর যুদ্ধঘোড়ার আরোহীর হাতে বর্শা রয়েছে, আর দ্বিতীয় 'হায়' প্রতিনিধিত্বকারী ঘোড়ার আরোহী রাইফেল থেকে গুলি চালাচ্ছে। এই পার্থক্যটি 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে, কারণ দ্বিতীয় 'হায়'-এর ইতিহাসেই বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং প্রথমবার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের সতেরো থেকে উনিশ পদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, ইউরাইয়া স্মিথ নিম্নলিখিত কথা লিপিবিদ্ধ করেছেন:

> এই বর্ণনার প্রথম অংশটি সম্ভবত এই অশ্বারোহীদের চেহারা-আকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে। রঙের প্রতীক হিসেবে 'অগ্নি' লালকে নির্দেশ করে; 'আগুনের মতো লাল' বলা একটি প্রচলিত অভিব্যক্তি। জ্যাসিন্থ বা হায়াসিন্থ নীল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়; আর গন্ধক হলুদ বোঝায়। এবং এই রংগুলোই ঐ যোদ্ধাদের পোশাকে প্রবলভাবে প্রাধান্য পেত; ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনাটি তুর্কি সামরিক ইউনিফর্মের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়, যা মূলত লাল বা স্কারলেট, নীল এবং হলুদ দিয়ে গঠিত ছিল। ঘোড়াগুলোর মাথা দেখতে সিংহের মাথার মতো ছিল—তাদের শক্তি, সাহস ও হিংস্রতা বোঝাতে; আর শ্লোকের শেষ অংশটি নিঃসন্দেহে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা তখন সবে মাত্র প্রচলিত হয়েছিল। তুর্কিরা ঘোড়ার পিঠে বসেই আগ্নেয়াস্ত্র গুলিবর্ষণ করত বলে দূর থেকে দর্শকের কাছে মনে হতো আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক যেন ঘোড়াগুলোর মুখ থেকেই বেরিয়ে আসছে, যেমনটি সহগামী চিত্রে দেখানো হয়েছে।
>
> কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানে তুর্কিদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গে, এলিয়ট (Horae Apocalypticae, Vol. I, pp. 482-484) এভাবে বলেছেন:- 'মানুষের এক-তৃতীয়াংশের হত্যাকাণ্ড, অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপলের দখল, এবং তার পরিণতিতে গ্রিক সাম্রাজ্যের ধ্বংস - এসবের জন্য দায়ী ছিল "আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক", অর্থাৎ মাহোমেতের তোপখানা ও আগ্নেয়াস্ত্র। কনস্টান্টাইনের দ্বারা নগরটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন এক হাজার একশো বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছিল। এই সময়ে গথ, হুন, আভার, পারসিক, বুলগেরীয়, সারাসেন, রুশ, এবং সত্যিই ওসমানীয় তুর্কিরা নিজেরাই, তার বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন আক্রমণ চালিয়েছিল, বা তাকে অবরোধ করেছিল। কিন্তু তাদের পক্ষে তার দুর্গপ্রাচীর ছিল দুর্ভেদ্য। কনস্টান্টিনোপল টিকে গিয়েছিল, আর তার সঙ্গে গ্রিক সাম্রাজ্যও। তাই এই অন্তরায় দূর করতে পারে এমন কিছু খুঁজে পেতে সুলতান মাহোমেত উদ্বিগ্ন ছিলেন। "তুমি কি একটি কামান ঢালাই করতে পারো," তার কাছে পালিয়ে এসে যোগ দেওয়া এক কামান-নির্মাতাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "যার আকার কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে যথেষ্ট?" তারপর আদ্রিয়ানোপলে ঢালাইখানা স্থাপন করা হলো, কামান ঢালাই হলো, তোপখানা প্রস্তুত হলো, এবং

অবরোধ শুরু হলো.'

এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কীভাবে গিবন—যিনি সবসময়ই 'আপোক্যালিপটিক' ভবিষ্যদ্বাণীর এক অজান্ত ভাষ্যকার—গ্রিক সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের তার বাগ্মী ও প্রভাবশালী বর্ণনায় যুদ্ধের এই নতুন হাতিয়ারটিকে তার চিত্রণের অগ্রভাগে স্থাপন করেছেন। এর প্রস্তুতিতে, তিনি গানপাউডারের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ইতিহাস দেন—'সাল্টপিটার, গন্ধক ও কয়লার সেই মিশ্রণ;' সুলতান আমুরাথের দ্বারা এর আগের ব্যবহারের কথাও বলেন, এবং, আগেই যেমন বলা হয়েছে, আদ্রিয়ানোপলে মাহোমেতের বৃহত্তর কামানের ঢালাইখানার কথাও; তারপর, অবরোধের গতিপ্রবাহে, বর্ণনা করেন কীভাবে 'বল্লম ও তীরের ধারাবাহিক বর্ষণ' ছিল 'মাস্কেট ও কামানের ধোঁয়া, শব্দ ও আগুন'-এর সঙ্গে সঙ্গত; কীভাবে 'তুর্কি আর্টিলারির দীর্ঘ সারি প্রাচীরের বিরুদ্ধে তাক করা ছিল, সবচেয়ে সহজপ্রবেশ্য স্থানে একই সঙ্গে চৌদ্দটি ব্যাটারি বজ্রধ্বনি তুলেছিল;' কীভাবে 'যে দুর্গপ্রাচীরগুলো যুগের পর যুগ শত্রুর সহিংসতার বিরুদ্ধে টিকে ছিল সেগুলো ওসমানীয় কামানের গোলায় চারদিকে ভেঙে ফেলা হলো, বহু ভাঙন সৃষ্টি হলো, এবং সেন্ট রোমানুসের ফটকের কাছে চারটি টাওয়ার মাটির সঙ্গে মিশে গেল:' কীভাবে 'লাইন, গ্যালি জাহাজ ও সেতু থেকে ওসমানীয় আর্টিলারি চারদিকে গর্জে উঠতে থাকায়, শিবির ও নগর, গ্রিক ও তুর্ক, সবাই এমন এক ধোঁয়ার মেঘে আবৃত ছিল, যা কেবল রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত মুক্তি বা ধ্বংসেই অপসৃত হতে পারত:' কীভাবে 'দ্বৈত প্রাচীর কামানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো:' এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে তুর্কিরা 'ভাঙনপথ দিয়ে উঠে,' 'কনস্টান্টিনোপল পরাভূত হলো, তার সাম্রাজ্য উৎখাত হলো, এবং তার ধর্ম মুসলিম বিজেতাদের দ্বারা ধূলায় পদদলিত হলো।' আমি বলি, বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে গিবন কত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে নগর দখল—অতএব সাম্রাজ্যের ধ্বংস—কে ওসমানীয় আর্টিলারির ফল বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ এটি আর কী, আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথার ওপর এক মন্তব্য ছাড়া? 'এই তিনটির দ্বারা মানুষের তৃতীয়াংশ নিহত হলো—আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধকের দ্বারা—যা তাদের মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল।'

পদ ১৮. এই তিনটির দ্বারা মানুষের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়েছিল, আগুন, ধোঁয়া এবং গন্ধক দ্বারা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়েছিল। ১৯. কারণ তাদের শক্তি তাদের মুখে এবং তাদের লেজে আছে; কারণ তাদের লেজগুলি সাপের মতো ছিল, এবং তাতে মাথা ছিল, এবং সেগুলো দিয়ে তারা ক্ষতি করে।

"এই শ্লোকগুলি প্রবর্তিত যুদ্ধের নতুন পদ্ধতির প্রাণঘাতী প্রভাব প্রকাশ করে। এই উপকরণগুলির—বারুদ, আগ্নেয়াস্ত্র এবং কামান—মাধ্যমেই অবশেষে কনস্টান্টিনোপলকে পরাজিত করা হয় এবং তুর্কিদের হাতে সোপর্দ করা হয়।" উরাইয়া স্মিথ, ড্যানিয়েল অ্যান্ড রেভেলেশন, ৫১০–৫১৪।

আমরা তৃতীয় দুর্ভোগের অধ্যয়ন পরবর্তী প্রবন্ধে চালিয়ে যাব।

গত রাতে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম মনের ওপর এক গভীর ভার নিয়ে। আমি আমাদের ভাই-বোনদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিচ্ছিলাম, এবং সেটি ছিল সতর্কতা ও নির্দেশনার বার্তা—পবিত্র আত্মা গ্রহণের বিষয় এবং মানবীয় মাধ্যমের মাধ্যমে তার কার্যসম্পাদন সম্পর্কে ভ্রান্ত তত্ত্ব সমর্থনকারী কিছু লোকের কাজকর্ম সম্বন্ধে।

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ১৮৪৪ সালে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা যার মোকাবিলার জন্য আহ্বান পেয়েছিলাম, তেমন ধরনের ধর্মান্ধতা বার্তার সমাপনী দিনগুলোতে আমাদের মধ্যে আবার দেখা দেবে, এবং এই মন্দকে এখন আমাদের

ঠিক ততটাই দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, যতটা আমরা আমাদের প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতায় করেছিলাম।

"আমরা মহৎ ও গম্ভীর ঘটনাবলীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূরণ হচ্ছে। অদ্ভুত ও ঘটনাবহুল ইতিহাস স্বর্গের বইগুলোতে লিপিবদ্ধ হচ্ছে—সেসব ঘটনা, যেগুলি ঘোষণা করা হয়েছিল যে ঈশ্বরের মহান দিনের অব্যবহিত পূর্বে শীঘ্রই ঘটবে। পৃথিবীর সবকিছুই অস্থির অবস্থায় আছে। জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ, এবং যুদ্ধের জন্য বিরাট প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। জাতি জাতির বিরুদ্ধে, এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ঈশ্বরের মহান দিনটি অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিন্তু যদিও জাতিসমূহ যুদ্ধ ও রক্তপাতের জন্য তাদের বাহিনী সমবেত করছে, তবুও স্বর্গদূতদের প্রতি আদেশ এখনও কার্যকর আছে—তারা যেন চার বাতাসকে ধরে রাখে, যতক্ষণ না ঈশ্বরের দাসদের কপালে সিলমোহর করা হয়।" নির্বাচিত বার্তাসমূহ, বই ১, ২২১।